দৈনিক জনকণ্ঠ

185
তারিখ 08 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের শিববাড়ির আবাসিক ভবনগুলো সাত বছর আগে ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণার পরও কর্মচারীরা এখানেই থাকছে। ইনসেটে পলেস্তরা খসেপড়া ছাদের অংশবিশেষ —জনকণ্ঠ

ঢাকা ভার্সিটি কর্মচারীদের শিববাড়ির বাসভবন ধসে পড়তে পারে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য শিববাড়ির বাসাগুলো বসবাসের অযোগ্য ঘোষণার পরও সাত বছর ধরে কর্মচারীরা এখানে থাকছে। প্রতিদিনই চাক-চাক ইট-বালু খসে পড়ছে। যে কোন সময় দালান ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের একটু সামনে শিববাড়িতে ৬ ও ১৩ কক্ষ বিশিষ্ট দু'টি বাড়ি সাত বছর আগে ১৯৯১ সালে প্রথম বসবাসের অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলীর দফতর থেকে এই বাসভবনগুলো দ্বিতীয়বারের মতো অকার্যকর ও অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়।

প্রধান প্রকৌশলীর দফতর থেকে এস্টেট ম্যানেজারের নিকট ৩০ জুলাই '৯৫-এ প্রেরিত এক চিঠিতে বলা হয় যে, দীর্ঘদিনের পুরনো ও জীর্ণ এই দু'টি ভবন বর্তমানে কাঠামোগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। ভবন দু'টির অবস্থা এমন যে, যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে, জানমালের ক্ষতি হতে পারে। এমতাবস্থায় ভবন দু'টি মানুষ বসবাসের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিপজ্জনক। এই কারণে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ভবন দু'টি মানুষ বসবাসের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিপজ্জনক ভবন দু'টি ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই চিঠির পর সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গেল কিন্তু ভবন দুটি পুনর্নির্মাণ করা হয়নি কিংবা এখানে বসবাসকারী কর্মচারীদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা হয়নি।

১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে ৩৯ ছাত্র-কর্মচারীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই ভবনগুলোতেও যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতিদিনই দালান দু'টির ছাদ ও দেয়ালের বিভিন্ন অংশ খসে পড়ছে। অনন্যোপায় হয়ে কর্মচারীরা এখানে থাকছে। প্রায় ২০টি পরিবারের শতাধিক সদস্য এখানে বাস করে। সবাই ঘুমের মধ্যে ভয়ে জেগে ওঠে—এই বুঝি কোন দুর্ঘটনা ঘটে।